মো. মাহবুবর রহমান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে, ভারতে এবং বলা যেতে পারে বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই অসংখ্য দলিল (Documents) সৃষ্টি হয়েছিল। সেসময় বাংলাদেশের প্রায় ৯০ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জ-পাড়া-মহল্লা পর্যন্ত। এমন একটি গ্রাম বা মহল্লা পাওয়া যাবেনা যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ঢেউ লাগেনি। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ গরীব-ধনী, কৃষক-শ্রমিক, চাকরিজীবী-ব্যবসায়ী, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-আদিবাসী সকলেই মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছে। কেউ অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়ে। কেউবা সংগঠক হিসেবে। যারা মুক্তিযুদ্ধে মেনে নিতে পারেনি, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের তাদেরও নাম আসবে দালাল, রাজাকার, আলবদর, আলশামস হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুজিবনগর সরকারের কার্যালয় ছিল কলকাতায়, মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় ট্রেনিং প্রদান ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে ভারত ভূখন্ডে, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ও সাব সেক্টরগুলোর হেডকোয়ার্টার ছিল ভারতে, এক কোটি শরণার্থীর ক্যাম্পও ছিল ভারতে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালিত হয়েছে ভারত থেকেই। মুজিবনগর সরকারের বেসামরিক আঞ্চলিক প্রশাসনিক অফিসগুলো বাংলাদেশের চারদিকে সীমান্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ শিল্প-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশ সহায়ক পরিষদ ইত্যাদি। অতএব বলা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত অধিকাংশ দলিলপত্র ভারতে সৃষ্ট হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করতে হলে মূল দলিলপত্র ভারতেই খুঁজতে হবে। তাছাড়া বিশ্বের প্রায় সকল পরাশক্তি

রাষ্ট্রসমূহ ও বড় ইসলামিক দেশসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিখ্যাত সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্টগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নানান ঘটনাবলীর প্রতি গভীর মনোযোগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন এবং পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সচিত্র খবর, কার্টুন, রিপোর্ট, ফিচার ইত্যাদি প্রকাশ করেন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ধরনের ডকুমেন্টস সৃষ্টি হয়েছিল তা হচ্ছেঃ বিভিন্ন সরকারের ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক পত্র বিনিময়, বিশ্ব নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা ও মন্তব্য, মুজিবনগর সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলীর নথিপত্র, পাকিস্তান সরকার ও তার সহযোগী দালালদের নথিপত্র, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, জার্নাল, নিউজ বুলেটিন, পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার, ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রস্তুত ডকুমেন্টারি, সাংবাদিকদের তোলা ছবি ইত্যাদিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এসব গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস নানান জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গত ৫০ বছরে এগুলোর তালিকা প্রস্তুত করণ কিংবা মুক্তিযুদ্ধের আরকাইভস প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সুতরাং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গবেষককে নানান সূত্র থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সূত্রগুলোকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে–

(১) নথি সংরক্ষণাগার (archival sources) (২) সংবাদপত্র ও সাময়িকী (৩) সাক্ষাতকার (মৌখিক সাক্ষ্য) (৪) মুক্তিযুদ্ধের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংগ্রহশালা এবং সংকলিত ডকুমেন্টস (৫) রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, জীবনীগ্রন্থ, আত্মজীবনী (৬) সাহিত্যিক উপাদান (৭) আলোকচিত্রের সংকলিত গ্রন্থ (৮) মুক্তিযুদ্ধের ছায়াছবি ও ডকুমেন্টারি, (৯) চিত্র ও মুক্তিযুদ্ধের স্মারক (১০) মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরি, চিঠিপত্র, (১১) এম.ফিল., পি.এইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ ইত্যাদি।[২]

১. নথি সংরক্ষণাগার (archival sources)

(ক) বাংলাদেশে

যদিও বাংলাদেশে ঢাকাস্থ জাতীয় নথি সংরক্ষণাগার (National Archives of Bangladesh) এবং জেলা পর্যায়ে কলেক্টরেট রেকর্ডরুম, জেলা জজের রেকর্ডরুম চালু আছে, কিন্তু কোন রেকর্ডরুমেই মুক্তিযুদ্ধের ডকুমেন্টস সংগ্রহ করা হয়নি। তবে অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও তথ্য মন্ত্রণালয়ে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস (বর্ডার গার্ডস) পুলিশ ও আনসার

সদর দপ্তরে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত নথিপত্র আছে। এসব দপ্তর থেকে নথিপত্র ন্যাশনাল আরকাইভস- এ পাঠানো হয়নি, ফলে তা' গবেষকদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে। নিম্নলিখিত ৩টি উৎসেও মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র পাওয়া সম্ভব, যেমন:

১.ক.১ থানাগুলোতে রাজাকার, আলবদর ও পিস কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা পাওয়া সম্ভব, কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় থানাসমূহের মাধ্যমে এসব বাহিনীর সদস্যদের ভর্তি, ট্রেনিং ও ভাতা প্রদানের কার্যাবলী করা হতো। অনুসন্ধান করলে বাংলাদেশের কিছু থানাতে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের সংরক্ষিত নথিপত্র পাওয়া সম্ভব।

১.ক.২ জেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট রেকর্ডরুম এবং জেলা জজ রেকর্ডরুমে ১৯৭২-৭৫ সময়কালে Collaborators সংক্রান্ত ফাইলপত্র পাওয়া সম্ভব।

১.ক.৩ জেলা পর্যায়ে ১৯৭১-৭২ সালে চালু সরকারি হাসপাতালগুলোর নথিপত্রে ধর্ষিত ও অত্যাচারিত নারীর তথ্যাদি পাওয়া যেতে পারে।

১.খ ভারতে

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ নথি ভারতে সৃষ্টি হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের পর সেসব নথি বাংলাদেশে নেয়া হয়নি। ভারতেও কোনো একটি জায়গায় সেসব সংগৃহীত হয়নি। সেখানে সেনাবাহিনী, বিএসএফ ও অন্যান্য বাহিনীর দপ্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ডকুমেন্টস পাওয়া সম্ভব। জানা গেছে কলিকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ডকুমেন্টস সংরক্ষণ করা হয়েছে। ভারতীয় কিছু দলিলপত্র সংকলন করে দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছে ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়।[২] প্রথম খণ্ডে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, ১৯৭০-এর নির্বাচন, মুজিবনগর সরকারের অভ্যুদয়, গণহত্যা, নির্যাতন, শরণার্থী প্রভৃতি বিষয় এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের কূটনীতি, ভারত ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া, বাংলাদেশের বিজয়লাভ, বাংলাদেশ-ভারত চুক্তি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

ভারতে আরও যে সকল নথিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপাদান আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

Loksabha Proceedings, 1979;
Rajya Sabha Proceedings;
পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার কার্যবিবরণী, ১৯৭১;
Tripura Legislative Assembly Proceedings, 1971;

ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন বার্ষিক প্রতিবেদন, পশ্চিমবঙ্গ শাখা, ১৯৭১-৭২;
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল : পেশেন্ট রেজিস্টার বুক, আগরতলা, ১৯৭১;
ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন, বার্ষিক প্রতিবেদন, পশ্চিমবঙ্গ শাখা, ১৯৭১-৭২, প্রভৃতি।

১.গ পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য দেশের আরকাইভসে

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এ মুক্তিযুদ্ধের ডকুমেন্টস সংগৃহীত হয়েছিল। তার অনেক কিছুই এখন উন্মুক্ত করা হয়েছে। অনেক ডকুমেন্ট ইতোমধ্যে সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়েছে।[৩] উল্লেখযোগ্য নথিপত্র হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মার্কিন সরকারের চিঠিপত্র, বক্তৃতা-বিবৃতি, মার্কিন কংগ্রেসের নথিপত্র, ইত্যাদি। যুক্তরাজ্যের নথিপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্রিটিশ সরকারের চিঠিপত্র, কমন্স ও লর্ডসভার কার্যবিবরণী, শরণার্থীদের ত্রাণ তৎপরতার নথিপত্র, ইত্যাদি। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি দেশের সরকারি নথিপত্র হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সময় সরকারের বক্তব্য-বিবৃতি, চিঠিপত্র, শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ তৎপরতা, জাতিসংঘে কূটনৈতিক তৎপরতা, ইত্যাদি। পাকিস্তান সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর দপ্তরসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা দপ্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ডকুমেন্টস পাওয়া যাবে। পাকিস্তানে যেসকল নথি পাওয়া সম্ভব তা হলো– ইয়াহিয়ার ভাষণ ও সামরিক প্রজ্ঞাপন, বঙ্গবন্ধুর প্রহসনমূল বিচারের নথিপত্র, মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নথিপত্র, কূটনৈতিক তৎপরতা, শ্বেতপত্র, তদন্ত প্রতিবেদন, ইত্যাদি।

২. সংবাদপত্র ও সাময়িকী

মুক্তিযুদ্ধের সময় গণমাধ্যম হিসেবে মূল্যবান অবদান রেখেছে মুজিবনগর এবং বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা। গেরিলা আক্রমণ ও সম্মুখ সমরসহ মুক্তিযোদ্ধাদের নানা ধরনের তৎপরতার খবরের পাশাপাশি এই পত্রিকাগুলিতে থাকত বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী, রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও তৎপরতা, প্রবাসে বাঙালিদের সংগঠন ও আন্দোলনের খবর এবং বাঙালি কূটনীতিকদের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণী। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৪০টি

সাপ্তাহিক/পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সেসময় মুজিবনগর সরকারের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল *Bangladesh* এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক জয়বাংলা। অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকার নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন: *জয়বাংলা, বাংলাদেশ, সাপ্তাহিক বঙ্গবানী, সাপ্তাহিক স্বদেশ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, সাপ্তাহিক রণাঙ্গন, সাপ্তাহিক স্বাধীন বাংলা, সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ, সাপ্তাহিক জন্মভূমি, সাপ্তাহিক বাংলার বাণী, সাপ্তাহিক নতুন বাংলা, সাপ্তাহিক মুক্তবাংলা, সাপ্তাহিক বাংলা, সাপ্তাহিক দাবানল, মাসিক মুক্তি, সংগ্রামী বাংলা, সাপ্তাহিক অগ্রদূত, সাপ্তাহিক মুক্তবাংলা, সাপ্তাহিক জাগ্রত বাংলা, সাপ্তাহিক রণাঙ্গন, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, পাক্ষিক স্বাধীন বাংলা, সাপ্তাহিক দেশ বাংলা, দুর্জয় বাংলা, সাপ্তাহিক স্বাধীন বাংলা, সাপ্তাহিক আমার দেশ, সাপ্তাহিক সংগ্রামী বাংলা, সাপ্তাহিক অভিযান*, ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রবাসী বাঙালিদের দ্বারা কিছু পত্র-পত্রিকা বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন:

(ক) ব্রিটেন থেকে: *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা, জনমত, Bangladesh News letter, Bangladesh Today.*
(খ) আমেরিকা থেকে: *বাংলাদেশ পত্র, শিখা, Bangladesh News letter, Bangladesh News Bulletin, Bangladesh, Bangladesh News Letter.*
(গ) কানাডা থেকে: *স্ফুলিঙ্গ Bangladesh*
(ঘ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, মুজিবনগর সরকারের ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদপত্র *Bangladesh* (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড: মুজিবনগর: গণমাধ্যম*, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ. ২-৯১৭।)

এসব পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলোতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস যাবত ধারাবাহিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপঞ্জি, পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও সকল ধরনেরধ্বংসযজ্ঞের বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কিছু পত্রিকা-যেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সংবাদ, প্রবন্ধ, সম্প্রাদকীয় বিশেষ ফিচার, আলোকচিত্র, কার্টুন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে- সেসব গণমাধ্যমের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

Agence France Press; Associated Press (AP); *Dainik Nepal* (Nepal); *Frontier* (India); *Indonesian Raya* (Indonesia); *Nepal Times* (Nepal); *New Herald* (Nepal); *New Society; New Statesman; New York Times;*

News Service; *Press Trust of India* (PTI); *Reuters*; *The Australian* (Australia), *The Bangkok Post* (Thailand) , *The Commoner* (Nepal); *The Bangkok World* (Thailand); *The Canberra Times* (Australia); *The Daily Mirror*; *The Daily Telegraph*; *The Dawn*; The Economist; *The Far Eastern Economic Review* (Hong Kong); The Financial Times; *The Guardian*; *The Hong Kong Standard* (Hong Kong); *The Internationalist*; *The Indonesian Observer* (Indonesia); *The Jakarta Times* (Indonesia); *The Listener*; *The New National* (Singapore); *The New York Times*; *The Northern Echo; The Observer*; *The Peace News*; *The Socialist Worker*; *The Straits Echo* (Singapore); *The Straits Times* (Malaysia); *The Sunday Times*; *The Sydney Morning Herald* (Australia); *The Sunday Times* (New Zealand) ; *The Washington Post*; *United Press International* (UPI); দৈনিক আনন্দবাজার (কলিকাতা, ভারত), ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধের গবেষণায় এসব পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই এখন দুর্লভ এবং গবেষকদের নাগালের বাইরে। আনন্দের কথা এই যে, মুক্তিযুদ্ধকালীন পত্র-পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, ফিচার, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় উপ-সম্পাদকীয়, আলোকচিত্র, কার্টুন ইত্যাদি বাছাই করে সংকলন আকারে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যেমন:

Elahi, Maudood (Compiled), *Assignment Bangladesh '71: a Chronology of Events as seen by the World Press*, Dhaka: Momin Publication, 1999.

Hasanat, Abul, *The Ugliest Genocide in History*, Dacca: Muktadhara, 1974.

Islam, Major Rofiqul psc retd. *Genocide in Bangladesh: Harrowing Accounts of Some Eye-Witness and the Extracts from the Press*, Dhaka: Upama Prokashani, 1991.

Mamoon, Muntassir, *Media and the Liberation War of Bangladesh*, 27 volumes, Dhaka: Centre for Bangladesh Studies, 2002-2021.

Quaderi, F.Q., *Bangladesh Genocide and World Press: Reports and Comments*, Dacca.

Sling, Sheelandra Kumar (ed.), *Bangladesh Documents*, 2 volumes, New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting, 1971.

Diswas, Sukumar (collected, compiled and edited), *Bangladesh Liberation War Mujibnagar Government Decuments 1971*, Dhaka: Mowla Brothers, 2005.

মুনতাসীর মামুন ও অন্যান্য (সম্পা.), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, মোট ২৭ খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০২-২০২১।

মুক্তিযুদ্ধের পরে গত ৫০ বছরে যখনই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়েছে তখনি বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ, ফিচার, স্মৃতিকথা, যুদ্ধের বিবরণী, ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ৩রা নভেম্বর জাতীয় চার নেতার জেল হত্যা দিবস, গণহত্যা দিবস প্রভৃতি উপলক্ষে পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। *সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তা* ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রকাশ করেছে; কোনো কোনো পত্রিকা ও সাময়িকী পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগী দালাল, রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্যদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করেছে। তাছাড়া গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি, নারী নির্যাতন, ইত্যাদি সম্পর্কিত, অসংখ্য তথ্য-বিবরণীও প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং ১৯৭২-৭৫, ১৯৯৬-২০০১ ও ২০০৮ পরবর্তী পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী এবং বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকাগুলিও মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিম্নে পত্র-পত্রিকাভিত্তিক কয়েকটি সংকলিত গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

২ (ক). মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ২৭ খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০২-২০১২।

মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু গবেষকদের পক্ষে তা' সংগ্রহ করা কঠিন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গবেষণার এই সংকট দূর করার লক্ষ্যে প্রফেসর মুনতাসীর মামুন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত সংবাদপত্রের খবরাখবর সংগ্রহ করে সংকলন আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন। ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৭টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন খন্ডের বিষয়বস্তু নিম্নে উল্লেখ করা হ'লো:

প্রথম খণ্ড: *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: কার্টুন*, (সংকলন ও সম্পাদনা রিয়াজ আহমেদ) (প্রকাশকাল ২০০২, ২০০৬, ২০০৮)। এই গ্রন্থে ৩৫০টি কার্টুন সংকলন করা হয়েছে। এগুলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশের বাহিরে প্রকাশিত কার্টুনের ক্যাপশন ছিল ইংরেজিতে। সেকারণে এ সংকলনটি দ্বিভাষিক করা হয়েছে। 'কার্টুন

সংকলনের প্রেক্ষাপট ১৯৪৭ উত্তর আরম্ভ হলেও কার্টুনগুলো মূলতঃ ১৯৭০-১৯৭২ কেই উপস্থাপন করেছে।' মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয় কার্টুনিস্ট ও সাংবাদিক আবু আব্রাহাম বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প ও ভারতে শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করে প্রচুর স্কেচ ও কার্টুন এঁকেছেন যা' প্রায় প্রতিদিনই দিল্লী থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক *দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কার্টুনগুলোর বিষয়বস্তু ছিল গণহত্যা, শরণার্থী সমস্যা এবং বিভিন্ন শক্তি ও ব্যক্তিবর্গের আলোচনা।' অন্যান্য কার্টুনিস্ট ও পত্র-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

কোলকাতা ভিত্তিক দৈনিক পত্রিকা যেমন *আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্তান টাইমস, দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দি স্টেটসম্যান, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, দৈনিক যুগান্তর, সাপ্তাহিক দেশ, বম্বে থেকে বহুল প্রচারিত ইংরেজী সাপ্তাহিক দি ব্লিটজ, সাপ্তাহিক হিম্মত, লাখনৌ থেকে দি পায়ওনিয়ার*, বেনারস থেকে এ.জে.ভানারানি প্রভৃতি নিয়মিত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষে কার্টুন প্রকাশ করেছে। নির্বিচারে গণহত্যা, শরণার্থী সমস্যা এবং বিভিন্ন শক্তি ও ব্যক্তিবর্গের আলোচনা এবং তাদের মন্তব্য ঘটনা শিল্পীদের সংবেদনশীল মনকে আলোড়িত করেছে। চন্ডি লাহিড়ী, সুফি, মাধবন কুট্টি, অমল, রাশিপুরাম কৃষ্ণস্বামী লছমন, রেবতী ভূষণ, সুধীর দার প্রমুখ শিল্পীরা এঁকেছেন গণিত কার্টুন। ইয়াহিয়া, ভুট্টোর ভয়াবহ তান্ডবতার চিত্র তুলে ধরে বিশ্ববাসীকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে এবং বাংলাদেশের স্বাধীকারের সপক্ষে জনমত গঠনে নিরবে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন এই শিল্পীরা।

বৃটিশ পত্রপত্রিকা *দি গার্ডিয়ান, লন্ডন টাইমস, দি নিউ স্টেটসম্যান, লন্ডন অবজারভার, ডেইলি এক্সপ্রেস, দি ডেইলি টেলিগ্রাফ, হেরাল্ড ট্রিবিউন, দি ডেইলি মিরর, দি সানডে টাইমস, দি ডেইলি মেইল, দি ইকোনমিস্ট, হংকং থেকে ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ফরাসী পত্রিকা দৈনিক লা মনড, বেলজিয়ামের দি নিউ গ্যাজেট, অস্ট্রেলিয়ার দি এইজ, কানাডার দি প্রভিন্স, দি সান, ভ্যানকুভার সান, যুক্তরাষ্ট্রের নিউজ উইক, টাইম, নিউ ইয়র্ক টাইমস* প্রভৃতি বাংলাদেশের স্বপক্ষে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ভূমিকার ওপর কার্টুন প্রকাশ করেছে।

কার্টুন এঁকেছেন শিল্পী ব্রাড হল্যান্ড, কালম্যান, কামিং, গারল্যান্ড, জিবার্ড, হেইনি, জেনসন, কীথ ওয়াইট, ট্রগ, পিটারসন, ইউবিং, প্যাট ওলিফান্ট এবং আর অনেকে। হাজার হাজার মাইল দূরে বসে কেবল সংবাদের ভিত্তিতে বাঙালী জাতির অস্তিত্বের স্বপক্ষে তুলি ধরতে, সত্যকে বুঝে নিতে এক মুহূর্তেরও দ্বিধা করেন নাই এই কার্টুন শিল্পীরা। আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় এই কার্টুনগুলো বাংলাদেশের স্বপক্ষে যে কি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে তা কার্টুনগুলো দেখলেই বোঝা যায়।

দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থান থেকে এবং মুজিবনগর থেকে হাতে লেখা, ছাপা পত্রিকাগুলোতে রাজাকার, আলবদরদের নিয়ে কিছু অপটু হাতের কার্টুন এই

সংকলনে সন্নিবেশিত করা হলো। একই কার্টুন একাধিকবার একই বা ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

কার্টুনগুলোর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন :
লক্ষণীয় ওয়ার্ল্ড প্রেসের রাজনৈতিক নায়ক, প্রধান খল ব্যক্তি হিসাবে ইয়াহিয়া, ভুট্টো, পাকিস্তানের দোসর হিসাবে নিক্সন, কিসিনজার, চীনের মাওসেতুং এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের মিত্র হিসাবে ইন্দিরা গান্ধী, শরণ সিং প্রধান রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে এসেছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশ হিসেবে এসেছে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং এসেছে জাতিসংঘ, জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট। বাংলাদেশের গণহত্যার বেশকিছু কার্টুন পাওয়া গেলেও-এর অন্যতম হোতা টিক্কা খান ও পরবর্তীতে নিয়াজীদের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে না। এপ্রিল-মের দিকের কার্টুনগুলোতে প্রবাসী সরকার ও শরণার্থী সমস্যা এবং জুলাই-আগষ্টে ইন্দো-সোভিয়েত শান্তি চুক্তি ও নতুন গভর্ণর নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে কূটনীতিবিদদের পক্ষত্যাগ, ইয়াহিয়ার বেহাল অবস্থা, মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ আর এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অনেকগুলো কার্টুন আমরা দেখতে পাই। পরবর্তীতে পাক-ভারত যুদ্ধ, ইয়াহিয়ার-ভুট্টো ও নিক্সন বা মার্কিন বিপর্যয় এবং পরিশেষে নভেম্বর-ডিসেম্বরে ব্যাপক ভাবে বিজয়কে বিভিন্ন কার্টুনের মাধ্যমে চিত্রায়িত করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে এসেছে বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি ও স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভুট্টোর বৈঠক প্রভৃতি। মাস হিসাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক কার্টুন এসেছে ১৯৭১ ডিসেম্বর মাসে। একটা বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে ইয়াহিয়া ব্যতীত অন্য কোন জেনারেলকে যারা পাকিস্তানে এবং এখানে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছে তাদের এই প্রেক্ষাপটে একেবারেই আনা হয়নি, যেমন জেনারেল নিয়াজীকে। মুক্তিযোদ্ধা যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য নেতাদের বিপক্ষে বা স্বপক্ষে কার্টুনের অনুপস্থিতি এখানে লক্ষণীয়। কারণ, বিশ্ববাসী এবং মিডিয়া মুক্তিযুদ্ধের মুখ্য চরিত্র হিসাবে দুপক্ষের তিন জনের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তারা হলেন মুজিব, ইয়াহিয়া ও ভুট্টো। বাংলাদেশের অস্তিত্বের একমাত্র চরিত্র শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি বিশেষের ওপর ভিত্তি করেই সমস্ত ঘটনা আবর্তিত হতে দেখা যায়। রাজাকার আলবদর সম্পর্কে হয়তো কোথাও কিছু অংকিত ও প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে যা জানা যায় নি।

দ্বিতীয় খণ্ড : *Media and the Liberation War of Bangladesh* (ইংরেজি *Frontier* সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে সংকলিত) (সংকলন ও সম্পাদনা - মুনতাসীর মামুন, প্রকাশকাল ২০০২)।

এই গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও কবি সমর সেন সম্পাদিত সাপ্তাহিক *Frontier* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার ও চিঠিপত্রের সংকলন। আলোচ্য পত্রিকাটি বাম-ভাবাপন্ন এবং নকশাল আন্দোলনের সমর্থক ছিল। স্বাভাবতই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলা বা ভারতের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা, লেখক সাংবাদিক ও কবি-সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা *Frontier*-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলন গ্রন্থটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমনঃ Historical Perspective, Inside Bangladesh, Pakistan, India (Attitude of Political Parties), Position of Super Powers, প্রভৃতি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে *Frontier*-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচ্য সংকলন গ্রন্থের সম্পাদক মুনতাসীর মামুন লিখেছেনঃ

Frontier started publishing news and articles about Bangladesh from March 1971. This trend continued till December, even until the first half of the following year. Though the radical Marxists were vacillating about Bangladesh, for the West Bengal Marxists, however, it was not possible to ignore the war. Refugees entered the West Bengal in thousands - it was not the only worrying point; the Marxists were deeply curious about the liberation war itself, about its direction, the turn of events and the fate of the emerging state, Bangladesh. An overwhelming emotion dwarfed every other consideration. That's why there was no issue in which something about Bangladesh was not published.

During this time, Frontier published a history of Bangladesh, research articles on the background of the liberation war, readers' opinions in the letter column, and news and views about the freedom fight from other newspapers and periodicals included in the section named clippings, in addition to eyewitness accounts of what happened. ...

Frontier evaluated the liberation war from a Chinese theoretical premise.

Samar Sen, however, wrote that he didn't like the Chinese attitude. Neither did many. So he wrote: "During the Bangladesh crisis it became evident that supporters of existing economic, social and political system has increased very much."

Many political parties in India may not have supported Congress, but on Bangladesh question they didn't oppose much either, Recognizing this, Samar Sen wrote satirically that "...during Bangladesh crisis our

national integrity took an extraordinary shape. All the intellectuals were emotionally excited. Writing flooded the newspapers. May [be] that was natural for different reasons. But the main cause was antipathy towards Pakistan. And there were many explanations for that. Besides, many refugees were staying in this country [India]. Cruel torture of Pakistani soldiers, millions of homeless people, disintegrated families-these were the causes of the excitement. But at the same time, our leftist intellectuals should have a clear perception about government's aim and policy. It is not unexpected to wish [for] attitude based on reality from them in time of crisis. But the throaty voice of Mujib, different stories of the exiles, Tagore songs, golden Bengal-all these made a wonderful kitchuri (pot-pouri), which don't help neither the young nor the old. With the exception of few political parties, all others were fine tuned. Each and everybody in the country agreed on the virginity of the government" (Babu Brittanta).

I have quoted Samar Sen at length to give an idea of the anxieties the leftists went through during the turmoil of 1971. They were not able to support the Bangladesh cause from a theoretical premise, but at the same time inwardly they couldn't but support it. From their Marxist praxis the liberation war of Bangladesh was a subject of much debate; Indira Gandhi was criticized, China was defended, but at the end of the day everybody wanted that Bangladesh should win and the people of Bangladesh should be free. Frontier illustrates all these pictures. This anthology may be of use to understand how our liberation war was evaluated in a specific time by a specific party or a group of people.

তৃতীয় খণ্ড : *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (সম্পাদনা-হাসিনা আহমেদ) (প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি, ২০০৫)

আলোচ্য খণ্ডটিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল, মুজিবনগর ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংকলিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকালে ৬৪টি পত্র-পত্রিকার নাম জানা গিয়েছিল, তন্মধ্যে আলোচ্য খণ্ডে ৪৫টি পত্রিকা থেকে আংশিক বা সম্পূর্ণ সংবাদ সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। সংকলন গ্রন্থের শুরুতে ৬৪টি পত্রিকারই পরিচিতি (প্রকাশকাল, প্রকাশের স্থান, সম্পাদকের নাম, মূল্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রভৃতি তথ্য) দেওয়া হয়েছে। খণ্ডটির ভূমিকাংশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পত্র-পত্রিকার বৈশিষ্ট্য জানা যায়। সংকলিত তথ্য তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেমন (১) বঙ্গবন্ধু (পৃ. ৫৫-১৪৮), (২) মুজিবনগর সরকার (পৃ. ১৪৯-৩৩৪) এবং (৩) অবরুদ্ধ বাংলাদেশ (পৃ. ৩৩৫-৪৩৩)।

চতুর্থ খণ্ড: *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের* মুক্তিযুদ্ধ (সম্পাদনা-হাসিনা আহমেদ) (প্রকাশকাল ২০০৭)

তৃতীয় খণ্ডের ন্যায় এ খণ্ডটিও মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর, মুক্তাঞ্চল ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ৪৫টি বাংলা পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলন গ্রন্থ। এখণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে গণহত্যা/নিপীড়ন/নির্যাতন (পৃ. ৩৩-১১৮), রাজাকার (পৃষ্ঠা ১১৯-১৬৫), মুক্তাঞ্চল (পৃ. ১৬৬-২১০) এবং শরণার্থী (পৃ. ২১১-২৪০)। পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে: এখণ্ডে উল্লেখিত পত্র-পত্রিকা ও সম্পাদকদের নামের তালিকা (পৃ. ২৪১-২৪২), মুক্তাঞ্চল ও মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণের এলাকা চিহ্নিত করে অংকিত বাংলাদেশের মানচিত্র (পৃ. ২৪৩), ১৯৭১ সালের বর্ষপঞ্জি (পৃ. ২৪৪) এবং প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার আলোকচিত্র (পৃ. ২৪৫-২৫২)। খণ্ডের শেষে আছে গ্রন্থপঞ্জি ও শব্দসূচি। পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জি তৃতীয় খণ্ডেও আছে।

পঞ্চম খণ্ড : *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের* মুক্তিযুদ্ধ (সম্পাদনায়- হাসিনা আহমেদ) (প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারী, ২০০৮)

এ খণ্ডটিও তৃতীয় ও চতুর্থখণ্ডের ন্যায় মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর, মুক্তাঞ্চল ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ৪৫টি বাংলা পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংকলনগ্রন্থ। তবে এ খণ্ডের বিষয়বস্তু তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এখণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে: নির্দেশ/ঘোষণা/আবেদন/বিজ্ঞপ্তি, মুক্তিযোদ্ধা, কূটনৈতিক আনুগত্য, সংগঠন/দল, বিশ্বজনমত, স্বীকৃতি। এছাড়া এর পরিশিষ্টের বিষয়বস্তু তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের অনুরূপ।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমখণ্ড থেকে একজন গবেষক 'রণাঙ্গণের খবর, যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনা প্রবাহ, মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বর্হিবিশ্বের সাহায্য সমর্থন, শেখ মুজিবের বিচার, মুক্তি, বিশ্ব নেতৃত্বের মনোভাব, শরণার্থী, গণহত্যা, বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম নির্দেশাবলী, রাজনৈতিক, দল ও নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা-বিবৃতি, কার্টুন, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ' ইত্যাদি বিষয়সমূহ সম্পর্কে তথ্য খুঁজে পাবেন।

ষষ্ঠ খণ্ড : *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের* মুক্তিযুদ্ধ (সম্পাদনা-মুনতাসীর মামুন এবং আহমেদ মাহফুজুল হক) (প্রকাশকাল ২০০৭)

এ খণ্ডে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক আনন্দবাজার* পত্রিকায় ১৯৭১ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ সংকলন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ছিল 'পশ্চিমবঙ্গের সেরা এবং সবচেয়ে জনপ্রিয়'

পত্রিকা। '১৯৭১ সালের শুরু থেকে, বিশেষ করে মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এমন কোন দিন যায়নি যেদিন আনন্দবাজারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু ছাপা হয়নি। প্রতি সপ্তাহে দু'তিনটি করে সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে। আবেগতাড়িত অনেক সংবাদ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। 'এককথায় আনন্দবাজার চেয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা'। সংগৃহীত তথ্য নিম্নলিখিত ভাবে বিন্যস্ত করে এখন্ডে উপস্থাপন করা হয়েছে: অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, ত্রাণ ও শরণার্থী, মুজিনগর সরকার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পাকিস্তান, ভারত, পাকভারত যুদ্ধ, পরাশক্তি ও অন্যান্য রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং স্বীকৃতি। এখণ্ডটিও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে থাকবে।

সপ্তম খণ্ড : *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (সংকলন ও সম্পাদনা - মুনতাসীর মামুন) (প্রকাশকাল ২০০৮)

৬ষ্ঠ খন্ডের ন্যায় এখণ্ডটিও *দৈনিক আনন্দবাজার* পত্রিকা থেকে সংকলন করা হয়েছে। এখন্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে: প্রবন্ধ ও অন্যান্য (পৃ. ১১-১১১), উপ-সম্পাদকীয় (পৃ. ১১৩-১৯৮), প্রতিবেদন (পৃ. ২০১-২৩৫), চিঠিপত্র (২৩৯-২৬১)। এখানে কয়েকটি উপ-সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদনের শিরোনাম উল্লেখ করা হলো :

(ক) উপ-সম্পাদকীয়:

রণজিৎ রায়, 'পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ এবং ভারত' (পৃ. ১১৫-১১৬)।
পান্নালাল দাশগুপ্ত, 'পূর্ব বাংলার সংগ্রামের নীতি ও কৌশল' (পৃ. ১১৬-১২০)।
ইন্দ্রনীল, 'পদ্মা মেঘনার ডাকে বৃহৎ শক্তিরা নীরব কেন' (পৃ. ১২৯-১৩১)।
ইন্দ্রনীল, 'বাংলাদেশে গণহত্যা বিশ্ব-বিবেক নিদ্রামগ্ন' (পৃ. ১৪০-১৪২)।
বরুণ সেনগুপ্ত, 'মুক্তিযোদ্ধারা শেষ পর্যন্ত জিতবেনই; কারণ ওরা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করছেন' (পৃ. ১৫৩-১৫৫)।
নারায়ণচন্দ্র চন্দ্র, 'ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম', (পৃ. ১৬৯-১৭০)
রণজিৎ রায়, 'বাংলাদেশের শরণার্থী আমাদের দায়িত্ব' (পৃ. ১৭৯-১৮১)।
অধ্যাপক সমর গুহ এম.পি., 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং না দেওয়ার সমস্যা' (পৃ. ১৮২-১৮৪)।

(খ) প্রতিবেদন:

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'রণাঙ্গন থেকে ফিরে: হত্যা আর হত্যা', (পৃ. ২০৮-২০৯)
অরুণ চক্রবর্তী, 'কলকাতা-ঢাকা-কলকাতা: বাংলাদেশের ডায়েরি' (পৃ. ২০৮-২২৬)।

অষ্টম খণ্ড : *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (সম্পাদনা- মুনতাসীর মামুন) (প্রকাশকাল ২০০৮)

এখণ্ডটিও আনন্দবাজার পত্রিকার সংকলন। এখণ্ডের বিষয়বস্তু পত্রিকাটির উপ-সম্পাদকীয় ও সম্পাদকীয়। এখানে সংকলিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপ-সম্পাদকীয় ও সম্পাদকীয়-এর শিরোনাম আগ্রহী পাঠক/গবেষকদের জন্য উল্লেখ করা হ'লো:

(ক) উপ-সম্পাদকীয় :

পান্নালাল দাশগুপ্ত, 'বাংলাদেশ মুক্তির সংগ্রাম: স্বত:স্ফূর্ত পর্ব শেষ এখন চাই সংগঠন' (পৃ. ৩৬-৪০)।

শংকর ঘোষ, 'মুজিবের ভাগ্য নির্ধারক ঘাতক ইয়াহিয়া নয়' (পৃ. ৫৫-৫৭)।

আবদুল গাফফার চৌধুরী, 'পাকিস্তানে যে সত্য চাপা দেওয়া হয়েছে' (পৃ. ৭২-৭৪)।

চন্ডিকা প্রসাদ বন্দোপধ্যায়, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : দ্বিতীয় পর্যায়' (পৃ. ৭৫-৭৮)।

শংকর ঘোষ, 'বিশ্লেষণ, বিচার, সমীক্ষা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে যুদ্ধবিরতি নয়' (পৃ. ১২৫-১২৭)।

নবম খণ্ড : *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (সম্পাদনা- হাসিনা আহমেদ) (প্রকাশকাল ২০০৮)

এখণ্ডটিতেও মুক্তিযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, মুক্তাঞ্চল ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত ৪৫টি পত্র-পত্রিকার সংবাদ/রচনা সংকলন করা হয়েছে। এ সংখ্যাটিতে মূলত: যুদ্ধ ও রণাঙ্গণ শীর্ষক রিপোর্ট অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সামরিক কাঠামো ও রণাঙ্গণের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য এ খণ্ডটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সহায়ক হবে।

দশম খণ্ড : *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (সম্পাদনা- হাসিনা আহমেদ) (প্রকাশকাল ২০১০)

এ খণ্ডটিও মুক্তিযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, মুক্তাঞ্চল ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত ৪৫টি পত্র-পত্রিকার সংবাদ/রচনার সংকলন গ্রন্থ। এখণ্ডে যে সমস্ত বিষয়ে তথ্য সংকলন করা হয়েছে তার শিরোনাম হলো:
জাতিসংঘ, পাকিস্তান, ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা, অন্যান্য দেশ, সংস্থা, দল ও প্রতিষ্ঠান, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, ফিচার ও কবিতা।

একাদশ খণ্ড: গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (সম্পাদনা- মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান), প্রকাশকাল ২০১০

এখণ্ডে মূলত: ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার ইংরেজি জাতীয় পত্র-পত্রিকায় ১৯৭১ সালে প্রকাশিত খবরাখবর সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ইংরেজি পত্র-পত্রিকা থেকেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে সংকলন করা হয়েছে। যে সকল পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংকলন করা হয়েছে সেগুলো হ'লো:

The Jakarata Times (Indonesia)
The Indonesian Observer (Indonesia)
Indonesian Raya (Indonesia)
Angkatan Bersendjata (Indonesia)
Nanyang Siang Poa (Malaysia)
The Straits Times (Malaysia)
Utusan Malayasia (Malaysia)
Kwang Wah Yit Poh (Penang, Malaysia)
The New Nation (Singapore)
The Straits Echo (Singapore)
Manilla Urmide (Phillipines)
The Bangkok World (Thailand)
The Bangkok Post (Thailand)
Siam Raya (Thailand)
The Daily (Thailand)
The Hongkong Standard (Hong Kong)
The Far Eastern Economic Review (Hong Kong)
South China Morning Post (Hong Kong)
The Sydney Morning Herald (Australia)
The Australian (Australia)
The Age (Canberra, Australia)
The Sunday Australian (Australia)
The Canberra Times (Australia)
The Sunday Time (Newzealand)
The Dominion (Newzealand)
Naya Sandesh (Nepal)
Dainik Nepal (Nepal)
Nepal Times (Nepal)
Rising Nepal (Nepal)
The Commoner (Nepal)
New Herald (Nepal)

এসব পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্য ৮টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেমন: (1) Inside Bangladesh, (2) Genocide, (3) Refugees, (4) Mujibnagar Government, (5) Muktibahini and Resistance, (6) Pakistan, (7) India, (8) Super Powers। সংকলিত সংবাদ, প্রতিবেদন, ফিচার, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র প্রভৃতি থেকে যে ধরনের তথ্য পাওয়া যায় সেসম্পর্কে কিছু উদাহরণ গ্রন্থটির ভূমিকা থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হলো:

In regards to the declaration of independence of Bangladesh, the *Indonesian Observer* made several reports. On 27 March, 1971, refereing AP, this paper printed the headline "Mujib Declares Independent Bangladesh" and stated the following report:
Civil war broke out in East Pakistan Friday as President Agha Mahammed Yahya Khan sought to reimpose martial law in the province and Awami League Leader Sheikh Mujibur Rahman proclaimed independence ... As Yahya was speaking (in a 20 minute broadcast on 26 March) Indian Radio picked up a message broadcast from clandestine radio transmitters inside East Pakistan announcing unilateral independence for the province... The Sheikh has declared the 75 million people of East Pakistan as citizens of the sovereign independent Bangladesh (Bengali) nation, 'Indian monitors reported an announcer saying from an Independent Bangla station named "Voice of Desh".

The Djakarta Times also published a report on 29 March, 1971, under a headline titled 'Bangladesh Republic Proclaimed'. Another Australian daily... *The Age* ... pointed out the facts of declaration of Bangladesh by Sheikh Mujibur Rahman in its editorial of 29 March, 1971.
The Djakarta Times Highlighted the immediate cause of the beginning of the Bangladesh Liberation War in a long essay titled 'Massacre in East Pakistan' published on 6 April, 1971. It stated:
The Civil War in East Pakistan, which has claimed thousands or even tens of thousands of lives, would not have been so notorious as it is, had force been met by force, had the East Pakistanis launched an armed rebellion. As it turned out, what the Pakistani army is doing in East Pakistan in killing unarmed people, including women and children, simply because they demanded autonomy from the Central Government in Islamabad in order to improve their lots.

The way in which the people of East Pakistan pursued their autonomy is legal. The people who supported Sheikh Mujibur Rahman were oppressed and brutally killed, and the massacre is still going on.

What is being launched in East Pakistan, therefore, is not a military action against an armed rebellion but a war of genocide. As such, it cannot be justified on the guise of "internal affairs" of Pakistan but should be taken as a matter of grave concern by the whole mankind. Where and when mankind is subjected to brutal killing, mankind in other parts of the globe should do something to halt it .... It may be advisable for other international organizations and heads of state or government of other countries including Indonesia, to raise their voices over the brutal massacre. Mankind should not remain silent over the oppression and wanton killing of fellow mankind in East Pakistan.

During the Liberation war of Bangladesh the Pakistan army and their collaborators had committed the ugliest possible genocide in Bangladesh. They killed about 3 million innocent and unarmed people and raped about 200,000 women. The dailies of South East Asia did not overlook it. The *Indonesian Observer* reported on 30 March, 1971 that,"The (Pakistan) army's American M24 tanks artillery and infantry destroyed large parts East Pakistan's largest city and provincial capital."

The Djakarta times, referring to British woman evacuees, reported on 2 April, 1971 that,

The road from my home to Dacca Airport was a mass grave... that reports of 300,000 deaths in the conflict were no exaggeration ... I asked a Pakistan air force officer why they had to kill children, he replied: if you leave the child an orphan, he will grow up to be anti-West Pakistan. That's the best way to curb revenge...

During the liberation war, about 10 million people took shelter in the border areas of India. Like the western media, the media of South East Asia highlighted the refugee problems with much importance. *The Indonesian Observer* reported on 30 March, 1971, that "Thousands fled the city with only what they could carry". *The Djakarta Times* stated on 25 May, 1971:

For fear of death and dishonor at the cruel hands of West Pakistan troops, people are fleeing from cities to villages, from villages to the border and from border across the Indian Territory. About two million people have already crossed over to India...

On 30 March, 1971, the *Indonesian Observer* reported that "Sheikh Mujibur Rahman's forces appreared Monday to be keeping up their fight for an independent Bengali nation despite a massive display of strength by the Pakistan armed forces." The *Djakarta Times* reported on 2 April, 1971, "The young men have gone to join the fight for East Pakistan's independence. The villagers were proud of their fighting men and confident of victory". The *Strait Times* published a big report on 21 April, 1971, about the freedom fighters:

The rebels have a few sten guns, some old rifles, shotguns, bamboo spears and the Dao-- a two-foot long knife like a slim line butcher's cleaver which is carried in a wicker basket at the hip. Some use bow and arrows ... They have no money, no medicine, no salt, no uniforms, no waterproof clothing (umbrellas). The lucky ones have sandals on their feet...

Volume-12: Mohammad Salim (Complied and Edited), *Media and the Liberation war of bangladesh*, Dhaka : Ananya, 2011

Selections from the *Hindustan Standard*.

Contents of this Volume *:*

Role of India

Role of Pakistan

ত্রয়োদশ খণ্ড: *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১১

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা ছিল *কালান্তর*। কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই ও সিপিএম এ বিভক্ত হলে *কালান্তর* পত্রিকা হয় সিপিআই এর মুখপত্র। ১৯৭১ সালের শুরু থেকে, বিশেষ করে মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এমন কোনো দিন যায়নি যেদিন *কালান্তরে* বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু ছাপা হয়নি। এক কথায় *কালান্তর* চেয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের *কালান্তরের* ফাইল নেই। আর্কাইভস এবং বিভিন্ন জনের সংগ্রহ থেকে সংকলিত প্রতিবেদনগুলি সংগ্রহ করে সংকলন করা হয়েছে। ফলে, অনেক সংবাদ/প্রতিবেদন/সম্পাদকীয় সংকলিত না হওয়ার সম্ভাবনা, তবে, যা আছে তাতে মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও পত্রিকার মনোভাব বোঝা যাবে।

এ খণ্ডের অধ্যায়গুলো হচ্ছে ভূমিকা, ২৫ মার্চের পূর্বের ঘটনাপ্রবাহ, বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ, অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, গণহত্যা ও মুজিবনগর সরকার।

চতুর্দশ খণ্ড: *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১২

ত্রয়োদশ খণ্ডের ন্যায় এখণ্ডটিও *কালান্তর* পত্রিকাভিত্তিক। এখণ্ডের অধ্যায় : ভূমিকা, ভারত, পাকিস্তান, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংগঠন ও মুক্তিযুদ্ধ এবং সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়।

এই খণ্ডে সংকলিত প্রতিটি সংবাদ, ফিচার, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম উল্লেখ করা হলো :

দিবাকর গুপ্ত– বাঙলাদেশের মুক্তি সহায়তার সংগ্রাম ভারতেরও প্রধান ও কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কেন (পৃ. ৩০৬-৩১০);

সি. রাজেশ্বর রাও– 'বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম ও এদেশের গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির কর্তব্য (পৃ. ৩১২-৩১৮);

গৌতম চট্টোপাধ্যায়– বাঙলাদেশ-ভারত–সোভিয়েট মৈত্রী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের নতুন দিগন্ত (পৃ. ৩১৮-৩২০)।

পঞ্চদশ খণ্ড: *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১৩

এখণ্ডটিও *কালান্তর* পত্রিকাভিত্তিক। এ খণ্ডের অধ্যায়: ভূমিকা, স্বীকৃতি, সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ, বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারত : যুদ্ধ, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম।

এ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কিছু সংবাদ ও ফিচার নিচে উল্লেখ করা হলো–

মুজিবনগরে জনসমক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের জন্ম ঘোষণা : শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জোট নিরপেক্ষতার কর্মনীতির ভিত্তিতে স্বীকৃতি লাভের জন্য আবেদন (স্টাফ রিপোর্টার, ১৮.০৪.১৯৭১, পৃ. ১৯-২২);

স্বাধীন বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবি (পৃ. ২২-৫২);

ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দিন (পৃ. ৫২-৫৭);

সোভিয়েতের ভেটো (পৃ. ৫৫, ৯২, ৯৪-৯৫, ১৫৩-১৫৬);

জাতিসংঘে পোলান্ডের প্রস্তাব (পৃ. ১৫৮);

ছয় দিনের (৩-৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১) যুদ্ধে ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ (পৃ. ২২৬);

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম (পৃ. ২৩৭-২৬০)।

ষোড়শ খণ্ড: *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১৪

এ খণ্ডটি *সাপ্তাহিক কম্পাস* থেকে সংকলিত।

এই খণ্ডের প্রতিটি পৃষ্ঠা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ খণ্ডের অধ্যায়গুলো হচ্ছে : (১) সম্পাদকীয় (পৃ. ৯-৫৬), (২) সামরিক প্রসঙ্গ (পৃ. ৫৭-

৮৬), (৩) বাংলাদেশ (পৃ. ৮৭-১৪৮), (৪) প্রবন্ধ (পৃ. ১৪৯-১৮২), (৫) আলোচনা (পৃ. ২০১-২১০), (৬) প্রতিবেশী দেশ (২১১-২৪০), (৭) পুস্তক আলোচনা (পৃ. ২৪১-২৪৬), (৮) চিঠিপত্র (পৃ. ২৪৭-২৭২)। নিচে কিছু শিরোনাম উল্লেখ করা হলো :

পূর্ববাংলার সংগ্রামে ভারতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য (পৃ. ১১-১২)
বাংলাদেশ শরণার্থীদের জন্য 'মাস্টার প্ল্যান' চাই (পৃ. ৩৭-৪১)
মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি (পৃ. ৪৩-৪৬)
বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান (পৃ. ৪৬-৪৮)
বাংলাদেশের তাৎপর্য (পৃ. ৫০-৫২)
বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নীতি ও কৌশল এবং তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা (পৃ. ৫৯-৬১)
স্বাধীন বাংলার মুক্তিসংগ্রামে গেরিলা যুদ্ধের স্থান (পৃ. ৮৪-৮৬)
বাংলাদেশ মুক্ত এলাকায় (পৃ. ৯৪)
বাংলাদেশে সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে (পৃ. ১০৭-১১১)
শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ (পৃ. ১৩৪-১৩৬)
পূর্ববাংলায় এতকাল যে শোষণ চালানো হয়েছে (পৃ. ১৫১-১৫৩)
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতে ভূমিকা (পৃ. ১৫৫-১৫৭)
নতুন বাংলাদেশ : দেশ গঠনের সমস্যা (পৃ. ১৭৬-১৮২)
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র অধ্যায় (পৃ. ১৮৫-১৮৮)
জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম (পৃ. ২৩৬-২৩৯)

সপ্তদশ খণ্ড: *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১৪

এখণ্ডটিও কালান্তর পত্রিকা থেকে সংকলিত। এখণ্ডের অধ্যায় বিন্যাস নিম্নরূপ: প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন। এর সময়কাল মার্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

একাত্তরের প্রতিরোধ যুদ্ধের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য এই খণ্ডটি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে চমকপ্রদ কিছু শিরোনাম উল্লেখ করা হলো :

মুক্তিবাহিনীর দখলে দিনাজপুর। আট দিনের যুদ্ধে ৩৭০০ পাক সৈন্য নিহত; ৫৬০০ জন আহত (৫.৪.১৯৭১, পৃ. ২৭-২৮);
মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্বে বগুড়া (৭.৪.১৯৭১, পৃ. ৩২);
রাজশাহী ও শ্রীহট্টে অবিরাম বিমান হামলা পাক-ফৌজের : বিচ্ছিন্ন ইউনিট-গুলোর অবরোধ মুক্তির জন্য মরিয়া প্রয়াস (১০.০৪.১৯৭১, পৃ. ৩৪-৩৫);

কুমিল্লা, রংপুর, সৈয়দপুর ও যশোরে প্রচণ্ড লড়াই (১৭.৪.১৯৭১, পৃ. ৩৭-৩৮);
ঝিকরগাছার কাছে প্রচণ্ড লড়াই (১১.৪.১৯৭১, পৃ. ৩৮-৩৯);
লালমনিরহাট মুক্তি ফৌজের দখলে... ফেনী, রাজশাহীতে অবিরাম বিমান হানা (১২.৪.১৯৭১, পৃ. ৩৯-৪০);
৩০০০ পাক ফৌজ নিহত (১২.৪.১৯৭১, পৃ. ৪০);
চুয়াডাঙ্গা থেকে স্বাধীন বাংলা সরকারের সদর দফতর স্থানান্তরিত (১৭.৪.১৯৭১, পৃ. ৪৫-৪৬);
বাঙলাদেশের প্রায় সব জেলা জুড়ে মুক্তিফৌজের পাল্টা আঘাত (২০.৪.১৯৭১, পৃ. ৪৭-৪৮);
কসবার যুদ্ধে মুক্তি ফৌজের জয়লাভ (২৩.৪.১৯৭১, পৃ. ৪৮-৪৯);
ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে মুক্তি ফৌজের তৎপরতা (২৪.৪.১৯৭১, পৃ. ৪৯);
মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে এ পর্যন্ত দশ হাজারের বেশি পাক সৈন্য নিহত (৩০.৪.১৯৭১, পৃ. ৫৬);

অষ্টাদশ খণ্ড: *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* **(মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১৪**

এ খণ্ডটিও *কালান্তর* পত্রিকা থেকে সংকলিত। এ খণ্ডের বিষয়বস্তু শরণার্থী ও বিশ্বজনমত।

এখণ্ডটি একাত্তরের শরণার্থীদের নিয়ে গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অন্যান্য খণ্ডেও শরণার্থী নিয়ে সংবাদ ছাপা হলেও এখণ্ডে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী সংবাদ ছাপা হয়েছে। যেমন– 'শরণার্থী শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রম'। "কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব শ্রী পি. এন. লুথার কল্যাণীতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য 'খেলাঘর' নামে একটা অনাথ বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় এই জাতীয় ১০টির মধ্যে এটি অন্যতম। ২০০ শিশুর আবাসস্থল এই অনাথ আশ্রমটির উদ্যোক্তা শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবী। ৬ থেকে ১২ বছর বয়স্ক অনাথদের এখানে রাখা হবে" *দৈনিক কালান্তর*, ১০.৯.১৯৭১।

শরণার্থী সংক্রান্ত কয়েকটি সংবাদ শিরোনাম আগ্রহী পাঠকদের জন্য এখানে উল্লেখ করা হলো–
মেঘালয় সীমান্তে শরণার্থীদের চরম দুরাবস্থা (২২.৫.১৯৭১, পৃ. ১৯-২০);
বসিরহাটেই ৫ লক্ষের বেশি শরণার্থী (১.৬.১৯৭১, পৃ. ২১);
শরণার্থীদের সস্তা মজুরীতে নিয়োগ করার ফলে মছলন্দপুর অঞ্চলে ক্ষেত মজুরদের চরম দুর্দশা (১.৬.১৯৭১, পৃ. ২২-২৩);
জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কয়েকটি সংবাদপত্রে ভারত সীমান্তে শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে সহানুভূতিসূচক মন্তব্য (৫.৬.১৯৭১, পৃ. ২৭-২৮);

শরণার্থী শিবিরগুলি থেকে কলেরা মহামারী আকারে ছড়াচ্ছে (৬.৬.১৯৭১, পৃ. ৩২);
কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাসেবীরা ত্রাণ কাজে সাহায্যার্থে যাচ্ছেন (৬.৬.১৯৭১, পৃ. ৩২);
পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর। লোকসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি (৬.৬.১৯৭১, পৃ. ৩৫-৩৬);
শরণার্থী সমস্যার সুষ্ঠু মোকাবিলা না হলে পশ্চিমবঙ্গ বিধ্বস্ত হয়ে যাবে (৯.৬.১৯৭১, প. ৪২-৪৪);
শরণার্থীদের জন্য অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের পুনরায় ৫ হাজার টাকা দান (১০.৬.১৯৭১, পৃ. ৪৪);
বাঙলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য (১১.৬.১৯৭১, পৃ. ৪৭);
বাঙলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সোভিয়েট বিমানের আগমন (১৫.৬.১৯৭১), পৃ. ৬১-৬২);
৮ জুলাই পর্যন্ত ভারতে আগত শরণার্থীর সংখ্যা ৬৭,৩৩,০১৯ জন (১৩.৭.১৯৭১, পৃ. ৮৬);
গণহত্যার ফলেই দলে দলে শরণার্থী বন্যায় জলবন্দী (৫.৯.১৯৭১, পৃ. ১০০);
বনগাঁয় দু'লক্ষাধিক শরণার্থী ভারতে আসছে (১৩.৯.১৯৭১, পৃ. ১০৫-১০৬);
শরণার্থী ত্রাণ ডাকটিকিট (২৯.১১.১৯৭১, পৃ. ১৩৬); ইত্যাদি।
১.১২.১৯৭১ তারিখের একটি সংবাদে ভারতের রাজ্যভিত্তিক শরণার্থী সংখ্যা ছাপা হয়েছে। যেমন :
কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (ইউএনআই)– ভারতে আগত বাংলাদেশের মোট শরণার্থী সংখ্যা গত রবিবার পর্যন্ত ছিল ৯৭.৩৩ লক্ষ। দৈনিক শরণার্থী আগমনের সংখ্যা গত ১ নভেম্বর পর্যন্ত ছিল গড়ে '০৮ লক্ষ। সরকারীভাবে এ তথ্য জানা গেছে।
এর মধ্যে ৫০ ও ২৮.৪০ লক্ষ শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গের শিবিরে ও তার বাইরে অবস্থান করছেন। ত্রিপুরায় রয়েছে ৮.৫৩ ও ৫.৬১ লক্ষ, মেঘালয়ে ৫.৮৬ ও ০.৭৬ লক্ষ, আসামে ২.১৫ ও ০.৯০ লক্ষ, এবং বিহারে ০.৯০ লক্ষ।
পশ্চিমবঙ্গের ৭৩.৪০ লক্ষ শরণার্থীদের মধ্যে ২.৫৮ লক্ষ গেছেন মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের ট্রানজিস্ট ক্যাম্পে। ১৪.১৪ লক্ষ ত্রিপুরায় শরণার্থীদের মধ্যে ০.৩১ লক্ষ গেছেন গৌহাটিতে।
এ খণ্ডের দ্বিতীয়ভাগ 'বিশ্বজনমত' সংক্রান্ত। *কালান্তরে* পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত সংবাদ প্রচুর ছাপা হয়েছে যা এক তথ্যভাণ্ডার বিশেষ।

উনবিংশ খণ্ড: *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (মুনতাসীর মামুন ও আহমেদ মাহফুজুল হক সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১৪

এ খণ্ডটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা থেকে সংকলিত। সাময়িক পত্রিকাগুলো হলো– *আনন্দবাজার, পশ্চিমবঙ্গ, নবজাতক* ও *সাপ্তাহিক দেশ*। বর্তমান খণ্ডের রচনাগুলি ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে– প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়/উপ-সম্পাদকীয়, ধারাবাহিক প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র। এ খণ্ডের প্রতিবেদনসমূহ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এখানে কয়েকটি প্রতিবেদনের শিরোনাম উল্লেখ করা হলো–

ব্রহ্মপুত্রের যুদ্ধ : প্রতিরক্ষা যুদ্ধ, (পৃ. ১৬-২৪);

ভোমরা পেরোলেই সাতক্ষীরা (পৃ.২৪-৩১);

স্বাধীনতার উষালগ্ন (পৃ. ৩৫-৩৮);

কয়েকটি উপ-সম্পাদকীয়

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ', (*নবজাতক*, ৭.৫.১৩৭৭, পৃ. ৪৭-৪৯);

অন্নদাশংকর রায়, 'শোকাশ্রু' (*আনন্দবাজার*, তারিখ পাওয়া যায়নি, পৃ. ৪৯-৫১);

'শেখ মুজিবর রহমান', (*আনন্দবাজার*, তারিখ পাওয়া যায়নি, পৃ. ৫১-৫৩);

অমিতাভ গুপ্ত, 'ইয়াহিয়া-ভুট্টো কেন মুজিবের ছয় দফা রুখতে চেয়েছেন', (*আনন্দবাজার*, ২.৪.১৯৭১, পৃ. ৬৮-৭৩);

এ খণ্ডে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, যেমন কলহন, 'মুক্তির সংগ্রামে বাংলাদেশ', (পৃ. ১১১-১৫৪)।

বিংশতম খণ্ড : *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (মুনতাসীর মামুন ও আহমেদ মাহফুজুল হক সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১৪

এ খণ্ডটিতে পরিচয়, দেশ ও অন্যান্য সাময়িক পত্র থেকে সংকলন করা হয়েছে। সংকলিত বিষয় হচ্ছে স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা। স্মৃতিকথাগুলি যারা লিখেছেন তাঁরা কোন না কোন সময় ঢাকা শহরে বসবাস করেছেন। চিত্তঘোষ, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও নগেন্দ্র দাশ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁদের স্মৃতিচারণায় ত্রিশ-চল্লিশ দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের সম্পর্কে বিষয়টি উঠে এসেছে। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনের স্মৃতিই তাদের উপজীব্য। সমরেশ বসুর শৈশব কেটেছে ঢাকায়। সেই শৈশবের স্মৃতিচারণা করেছেন তিনি। বাংলাদেশের আবুল মনজুর ও এম. আর আখতার [মুকুল] মার্চ-এপ্রিলের ভয়াবহ দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেছেন। আবুল মনজুর যুক্ত ছিলেন বেতারের সঙ্গে আর এম. আর আখতার ছিলেন সাংবাদিক।

প্রবন্ধের সংখ্যা ২৪টি। বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ তখন ছাপা হয়েছে। এসব প্রবন্ধের মূলতঃ তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তান' বা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধ বিভাগে হাসান মুরশিদের প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশি। তিনি নিয়মিত লিখতেন সাপ্তাহিক *দেশ*-এ। হাসান মুরশিদ ছিল তাঁর ছদ্ম নাম। আসল নাম গোলাম মুরশিদ।

গল্প লিখেছেন শওকত ওসমান, সত্যেন সেন ও চিত্তরঞ্জন ঘোষ। প্রথমোক্ত দু'জন তখন কলকাতায় শরণার্থী যাপন করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন ঘোষের পরিচয় জানা যায়নি।

কবিতা সংকলিত হয়েছে ৩৪টি। কবিদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের। বাংলাদেশের আহসান চৌধুরী, কামাল মাহবুব, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ ছিলেন শরণার্থী। শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান যাঁরা দেশে ছিলেন তাদের কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। আগ্রহী পাঠকদের জন্য স্মৃতিকথার প্রবন্ধগুলির তালিকা এখানে উল্লেখ করা হলো :

স্মৃতিকথা ৯-৫৪
স্মৃতির গায়ে রক্ত– চিত্ত ঘোষ ১১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়– আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৩
সংস্কৃতি কেন্দ্র ঢাকা : তখন ও এখন– কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ১৭
স্মৃতি-উৎসর্গ– কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ২২
ভালোবাসার মুখ– নগেন্দ্র দাশ ২৫
পশ্চিমের বারান্দা পূর্বের জাফরি– জহুরী সদাগর ২৯
এখন সেখানে যুদ্ধ চলছে– সমরেশ বসু ৩৬
সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলো– আবুল মনজুর ৪১
মিছিলেন নাম শপথ– এম. আর আখতার ৪৯

একবিংশ খণ্ড: *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১৫

এ খণ্ডটি সংকলিত হয়েছে *সাপ্তাহিক দর্পণ* ও *দৈনিক কালান্তর*, *দৈনিক আনন্দবাজার* ও *সাপ্তাহিক অমৃত* থেকে। সংকলিত বিষয়গুলি হচ্ছে– প্রতিবেদন, মুক্তিযুদ্ধ : বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া, তাত্ত্বিক প্রবন্ধ, কূটনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় ও বিবিধ। আগ্রহী গবেষকদের জন্য এর সূচিপত্র থেকে কয়েকটি শিরোনাম এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. প্রতিবেদন

সোমবারের বিমানযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, (দর্পণ, ২৬.১১.১৯৭১, পৃ. ৩২.৩৩);

২. প্রবন্ধ

তরুণ চট্টোপাধ্যায়, 'অগ্নিগর্ভ বাঙলাদেশ', (দর্পণ, ২.৪.১৯৭১, পৃ. ৩৯-৪৩);
'বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি ও গতিপথ', (দর্পণ, ৩০.৪.১৯৭১, পৃ. ৫১-৫৩);
শফিকুল হাসান, 'পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা', (দর্পণ, ১৪.৫.১৯৭১, ১১.৫.১৯৭১, ২৮.৫.১৯৭১, পৃ. ৫৯-৬৭);
শফিকুল হাসান, 'পূর্ব বাংলার সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা', (দর্পণ, ১১.৬.১৯৭১, পৃ. ৭০-৭৩);
শফিকুল হাসান, 'পূর্ব বাংলার মুক্তির সংগ্রাম', (দর্পণ, ১৭.৯.১৯৭১, পৃ. ৭৩-৮০);

৩. কূটনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ

প্রবীর বসু, 'ইয়াহিয়া-ইন্দিরা ও বাংলাদেশ', (দর্পন, ৩০.৫.১৯৭১, পৃ. ৮১-৮৪);
রমাপ্রসাদ মল্লিক, 'বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিবর্গ ও ভারত', (দর্পণ, ১৬.৪.১৯৭১, পৃ. ৮৪-৮৭);
'ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ ও সোভিয়েট ইউনিয়ন', (দর্পণ, ১৫.১০.১৯৭১, পৃ. ১০৩-১০৪);

৪. অন্যান্য

'বাংলাদেশের সংগ্রামের পূর্বকথা। মুজিবরের অতীত', (দর্পণ, ২.৪.১৯৭১, ৯.৪.১৯৭১, পৃ. ১০৮-১১০);
'আগরতলা মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মুজিবর রহমানের লিখিত জবানবন্দী', (দর্পণ, ৯.৪.১৯৭১, পৃ. ১১১-১১৫);
'আওয়ামী লীগ সম্পর্কে কয়েকটি কথা', (দর্পণ, ৬.৮.১৯৭১, ২০.৮.১৯৭১, ২৯.১০.১৯৭১, পৃ. ১৭৬-১৮০);
ইন্দ্রনীল, 'বাংলাদেশে গণহত্যা : বিশ্ব বিবেক নিদ্রামগ্ন', (পৃ. ২২৬-২২৮);

৫. বিবিধ

'পূর্ব-রনাঙ্গন-যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ', (অমৃতবাজার, তারিখ জানা যায়নি, পৃ. ২৩৩-২৪৮);

দ্বাবিংশ খণ্ড: *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১৫

বর্তমান খণ্ডে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত চারটি সংবাদপত্র থেকে সংকলন করা হয়েছে– *দেশের ডাক*, *ত্রিপুরা*, *গণসংহতি* এবং *জাগরণ*। সংকলিত

ভুক্তিগুলি নিম্নলিখিত ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে– বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বীকৃতি, শরণার্থী, সম্পাদকীয় ও বিবিধ। এ খণ্ডটির গুরুত্ব জানা যাবে মুনতাসীর মামুন লিখিত ভূমিকাংশ থেকে। তিনি লিখেছেন–

"মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি শরণার্থী পৌঁছেছিলেন ত্রিপুরায়। এক সময় ত্রিপুরায় বসবাসকারী স্থানীয় জনসংখ্যার সমান হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের শরণার্থীর সংখ্যা। জিনিসপত্রের দামও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ত্রিপুরাবাসী কোনো অভিযোগ করেননি। বরং, সবাই শুধু সমর্থন নন সহযোগিতা করেছিলেন শরণার্থীদের। এ ধরনের সংহতি বিরল ঘটনা।

ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মত ও পথের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ/মুক্তিযুদ্ধ সাময়িকপত্রের সুরও ছিল একই রকম।...

একাত্তরে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত সব সংবাদপত্রেরই অধিকাংশ স্থান জুড়ে ছিল মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন খবরাখবর। যেমন :

১ মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তি
২ মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত 'সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক'
৩ 'শরণার্থীর ত্রাণে মৌলিক মানবিক ভূমিকা পালনের তাগিদ'
৪ 'মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন'
৫ বিশ্বসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ ও
৬ 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার তাগিদ'।

২৫ মার্চ *ত্রিপুরা* উল্লেখ করেছে বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলনকে 'জয়বাংলা আন্দোলন' বলে। ৩১ মার্চ তারা ঘোষণাই করল 'জয়বাংলা! স্বাধীন বাংলা! সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলা!' ১৭ এপ্রিল সরকার গঠিত হলে গণসংহতি শিরোনাম করল– 'সোনার বাংলার যাত্রা হলো মুজিবনগরের আম্রকুঞ্জে বাংলার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার'।...

'পাকিস্তান' শিরোনামে পাকিস্তান সংক্রান্ত সব খবরাখবর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের কর্মকাণ্ড এবং সীমান্ত সংঘর্ষ বেশি স্থান পেয়েছে। বাঙালিদের উদ্দীপনা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নানাবিধ সংবাদ ছাপা হতো। যেমন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাকিস্তানিরা হানা দেয়। "কয়েক ঘন্টা সংগ্রামের পর কর্নেল সাহেব টিক্কা খাঁর ন্যায় অক্কা পাইলে হানাদাররা পলায়নে তৎপর হয়। পলায়মান পাঞ্জাবি রণপুঙ্গবরা ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামের লোকেরা তাহাদিগকে দা, কুড়ল, লাঠি, বল্লম দ্বারা পিটাইয়া হত্যা করে।" [*ত্রিপুরা*, ৩১.৩.১৯৭১]...

যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের সম্পর্কে একটি খবর পাওয়া যায় যা অন্যান্য পত্রিকায় দেখিনি–

সদ্য সমাপ্ত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা নিম্নরূপ :

পূর্ব খণ্ড

নিহত-১০৪৭, আহত-৩০৮২, নিখোঁজ-৮৯।

পশ্চিম খণ্ড
নিহত-১৪২৬, আহত-৩৭২৬, নিখোঁজ-২১৪৬।"

[*জাগরণ*, ১৯.১২.১৯৯৭]

'মুক্তিযুদ্ধ' শিরোনামে অন্তর্গত মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত খবরাখবর। আগরতলার সবপত্রিকায়ই মুক্তিযুদ্ধ ও যোদ্ধা সম্পর্কে উদ্দীপনাময় ও ইতিবাচক সব খবরই ছেপেছে। একটি খবরের শিরোনাম– 'খান সেনারা পেছনে হটিতেছে : হন্যে কুকুরের ন্যায় মুক্তিবাহিনী পেছনে তাড়া করিতেছে।'

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সমিতি, গ্রুপ, এপ্রিল থেকেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের প্রতি আবেদন জানায়। এসব সংবাদ ছাপা হয়েছে 'স্বীকৃতি' শিরোনামে। যেমন, "আগরতলা ৩১ মার্চ। গতকাল পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রের পাঁচটি রাজ্য বিধানসভায় স্বাধীন বাংলা সরকারকে (মুজিবর রহমান সরকারকে) স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া সর্ব সম্মত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই রাজ্যগুলো হইল রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, আসাম ও ত্রিপুরা।" [*ত্রিপুরা*, ২ এপ্রিল, ১৯৭১] আর কোনো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এমন আবেগময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল কিনা সন্দেহ।"

ত্রয়োবিংশ খণ্ড : *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের* মুক্তিযুদ্ধ (মুনতাসীর মামুন ও চৌধুরী শহীদ কাদের সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১৮
বর্তমান খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সপ্তাহ থেকে সংকলিত করা হয়েছে। এর সূচিপত্র নিম্নরূপ : সম্পাদকীয়, শরণার্থী, অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি, বিশ্ব জনমত, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও বিবিধ। সংকলিত ভুক্তিগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। খণ্ডটির ভূমিকায় মুনতাসীর মামুন যে পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন তার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো–
সংকলিত 'সম্পাদকীয়'– এর সংখ্যা ১০টি। প্রথমটি প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই ২ এপ্রিল। প্রথম সম্পাদকীয়তেই সম্পাদকবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের মনোভাব প্রকাশ করেছেন 'জয় বাংলা' সম্পাদকীয়তে–

"সীমান্তের ওপারে বাঙলাদেশের হৃদয় হতে যে রক্ত ঝরছে তা আমাদেরই রক্ত। যে আবেগে তারা কম্পিত হচ্ছে সে আমাদেরই আবেগ। তাদের ক্রোধ আমাদের চোখের অগ্নি। তাদের সংকল্পে আমাদের পেশী আবদ্ধ। পূর্ব বাংলার ভাইরা, আমরা তোমাদের সহোদর। রাষ্ট্রের কৃত্রিম প্রাচীরে দ্বিধা হৃদয় আমাদের একই সুরে বাজছে। ভাই, আমরা আছি, তোমাদের পাশে। জয় আমাদের হবেই।"

উপসংহারে লেখা হয়েছে– "তোমাদের নেতা মুজিবুর আমাদেরও নেতা। বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্পের তিনি প্রতীক। তাঁর নামের অমৃতমন্ত্র এবার বাঙলার বাঙালিদেরও ঐক্যবদ্ধ করুক নিস্ফল আত্মদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাক। বাঙালি আবার দলগত সত্তায় যোগ্য আসন লাভ করুন। তোমাদের সংগ্রাম, তোমাদের আত্মদান আমাদের মহান করুক। জয় বাংলা।" [২.৪.১৯৭১] পরের সপ্তাহেই তারা বাংলাদেশের স্বীকৃতি দাবি করেছেন।...

'শরণার্থী' শিরোনামে শরণার্থী সম্পর্কিত প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। প্রতিবেদনগুলোতে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীদের সীমান্ত অতিক্রম, শরণার্থী শিবিরের অবস্থা সম্পর্কে পড়লে শরণার্থীদের জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। শরণার্থী শিবিরে মহামারীতে বহু লোক মারা গিয়েছিলেন, তারা গণহত্যার অন্তর্গত। কিন্তু বাংলাদেশের ৩০ লক্ষ শহিদে তারা অন্তর্ভুক্ত হননি। একটি প্রতিবেদনে পাকিস্তানিরা কলেরার জীবাণু ছড়াচ্ছে অভিযোগ করা হয়েছে যা সঠিক নয় কিন্তু মহামারি কী মর্মন্তুদ অবস্থার সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়–

"...কলেরা মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ে।... হাজার হাজার রোগীকে রাখবার স্থান বা চিকিৎসা করার কোন ব্যবস্থাই করা সম্ভব নয়। ফলে সর্বত্র শত শত রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। মৃতদেহগুলো সৎকার পর্যন্ত সম্ভব হচ্ছে না। রাস্তা-ঘাটে শিয়াল কুকুরে খাচ্ছে। এর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা নদীয়া জেলায় বিশেষ করে কল্যাণী অঞ্চলের কয়েক লক্ষ মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছে কল্যাণীর মতো ছোট একটি শহরে। কল্যাণীর জহরলাল নেহেরু হাসপাতালটি সর্ব সময়ের জন্য ভর্তি হয়েছে রোগীতে।... রোগীদের বেশিরভাগ পড়ে থাকছে হাসপাতালের চাতালে, বারান্দায় ও করিডোরে, আশেপাশের গাছতলায়। অনেক রোগী হাসপাতালে পৌঁছাবার আগেই মারা যাচ্ছে। সেই মৃত দেহগুলো ফেলে রাখা হচ্ছে গাছতলায়। হাসপাতালে মৃতদেহ রাখবার জায়গারও সঙ্কুলান হচ্ছে না আবার হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ অপসারণেরও যথেষ্ট সংখ্যক লোক নেই। ফলে সমগ্র হাসপাতালটি মৃতদেহের গন্ধে নরক হয়ে উঠেছে।" [১১.৬.১৯৭১]

'অবরুদ্ধ বাংলাদেশ' সম্পর্কিত খবরাখবর সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলোতে কমই থাকত এবং সেটি স্বাভাবিক। অবরুদ্ধ দেশ সম্পর্কে খবরাখবর পৌঁছানো দুরূহ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অবরুদ্ধ দেশের কথা প্রায় অনুপস্থিত। অথচ মুক্তিযুদ্ধে অবরুদ্ধ দেশের মানুষের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অবরুদ্ধ বাংলাদেশ সম্পর্কে সপ্তাহে অনেক প্রতিবেদন ছেপেছে। ২৬ মার্চের আগে যারা দেশে ছিলেন, সীমান্ত পেরিয়ে যারা আসছিলেন এবং মুক্তাঞ্চলের যখন সৃষ্টি হচ্ছিল তখন যারা যাচ্ছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও নিজেদের দেখা এই প্রতিবেদনগুলোর ভিত্তি, 'ফার্স্টহ্যান্ড' রিপোর্ট বলা চলে।

৯ এপ্রিলের প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে বাংলাদেশে গণহত্যা চলছে। 'ঢাকা এখন কবরখানা' [১৬.৪.১৯৭১] শীর্ষক প্রতিবেদনে ২৬ মার্চের ঢাকার কথা এসেছে

বিস্তারিতভাবে। প্রতিবেদনটির মূল ভিত্তি শাহজাহান সিরাজের সাক্ষাৎকার। মুক্ত রাজশাহী ও রাজশাহী পতন নিয়ে আছে দীর্ঘ প্রতিবেদন [৩০.৪.১৯৭১] পাকিস্তানে সেনানিবাসে যে মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে খবরও পাই।

কুষ্টিয়ার মুক্তিযুদ্ধ শিবিরের বিবরণ আছে ১১ জুনের সংখ্যায়– "খুলনার সাতক্ষীরা সাবডিভিশনের পাটিলখাটা হাটে ৩০ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়। তারা হিন্দুর দোকান লুট করতে অস্বীকার করেন। মৃত্যুভয় পর্যন্ত এই ৩০ জন মুসলমানকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি।" বিভিন্ন স্থানে বন্দিশিবির, আলবদরদের সম্পর্কে প্রতিবেদন আছে। বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর প্রতিবেদকদের প্রতিবেদন আছে। 'নাটোর বন্দিশিবিরের নারকীয় কাহিনী' প্রতিবেদনটি অবরুদ্ধ বাংলাদেশের অসহায় মানুষদের বিবরণ।

'মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত' শীর্ষক বিভাগে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাঙালি ভারতকে কীভাবে তখন বিচার করছে সে সম্পর্কিত প্রতিবেদন/পর্যবেক্ষণ সংকলিত হয়েছে।...

ভারতের বাইরে সোভিয়েট, চীন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে। 'বিশ্বজনমত' শিরোনামে এখানে প্রতিবেদন ও নিবন্ধ দুই-ই আছে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি শিরোনামেও কয়েকটি প্রতিবেদন সংকলিত হয়েছে।

সপ্তাহ-এর সবচেয়ে সমৃদ্ধ বিভাগ প্রবন্ধ। এবং এই সংকলনেরও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এটি। বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ। এসব প্রবন্ধে স্পষ্ট হয়েছে বাঁ ঘেঁষা বুদ্ধিজীবীদের তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গি। প্রবন্ধ লিখেছেন ভবানী ঘোষ, কৃত্তিবাস ওঝা, কুনাল সেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মল সেন, শামসুর রহমান, সূর্য ঘোষাল, যীশু চৌধুরী, হাফিজ আবদুল্লাহ্, সত্যকি চক্রবর্তী, মোহাম্মদ আলী, যুথিকা চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, আবুল হাসনাত, মনিসিংহ, মোজাফফর আহমদ, পঞ্চানন সেন, প্রদীপ দাশগুপ্ত, ডা. ওমর আলী প্রমুখ। এখানে কিছু রচনা ঐ অর্থে প্রবন্ধ নয় বরং বলা যেতে পারে প্রতিবেদন তবে, তাত্ত্বিক আলোচনাগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্বিংশ খণ্ডঃ *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (মুনতাসীর মামুন ও চৌধুরী শহীদ কাদের সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১৮

এই খণ্ডে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক যুগান্তর* এর শুধু সম্পাদকীয়সমূহ সংকলিত হয়েছে। সম্পাদকীয় সমূহের শিরোনাম সূচিপত্রে দেওয়া আছে। সম্পাদকীয় সমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এর ভূমিকাংশ থেকে কিছু উদ্ধৃতি আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় *যুগান্তর* প্রতিদিন বাংলাদেশ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করেছে। বের করেছে একাধিক বিশেষ সংখ্যা। ৭ মার্চ, ২৬ মার্চ, ২৭ মার্চ, ৩০ মার্চসহ একাত্তরে ১৭টি বৈকালিক সংস্করণ বের করেছে পত্রিকাটি। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত *যুগান্তরে* প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন আমাদের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান।... সম্পাদকীয়গুলির অংশবিশেষ নিয়ে বর্তমান [২৪তম] খণ্ডটি প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রথম সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয়েছে ৫ মার্চ ১৯৭১ সালে, শিরোনাম 'ইয়াহিয়া খান ভারতের আকাশ পথ চান'। কেন? কারণ, পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের দমনে যা যা করার ছিল তা করেছেন এখন "দিচ্ছেন নতুন চাল। তিনি চান ভারতের আকাশপথ। এ পথে যাবে কারা? পাঞ্জাবী সৈন্যদল। তাদের কি কাজ? পূবের বাঙালি জওয়ান। এদের অপরাধ? পাঞ্জাবী শোষণ মুক্তি।" এই কয়েকটি কথায় বাঙালিদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে তুলেছেন। গত মার্চের সম্পাদকীয়তে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন- 'স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশ?'...
১৭ এপ্রিলের পূর্ব পর্যন্ত, বাঙালি যেমন কী হবে- এই আশা নিরাশায় উদ্বেগাকুল, *যুগান্তরের* সম্পাদকীয়গুলিতেও সেই মনোভাব প্রতিফলিত। ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পর যেমন সব বাঙালি 'জয়বাংলা : বলে আশায় বুক বেধেছিল। *যুগান্তর* 'জয়বাংলা' শিরোনামে লিখেছিল- "বাংলাদেশেও নিদারুণ প্রত্যাশায় তাকিয়ে আছে দুনিয়ার প্রগতিবাদী রাষ্ট্রগুলোর দিকে। তাঁরা এগিয়ে আসবে। ইয়াহিয়ার গণহত্যা থেকে বাঁচান সদ্যজাত শিশু রাষ্ট্রটিকে। মুক্তিপাগল বাঙালির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলুন- জয়বাংলা।"
যুগান্তর বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নটি তুলেছিল ২০ এপ্রিল। তার আগের দিক কলকাতায় দূতাবাস স্থাপন করেছেন হোসেন আলী স্বপক্ষ ত্যাগ করে। *যুগান্তর* লিখেছিল- "কলকাতায় পথ দেখিয়েছেন জনাব আলী। নিশ্চয় তার উত্তরসূরী মিলবে সর্বত্র। এ কাজ ত্বরান্বিত করার বাস্তব উপায় স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান। বিলম্বের সময় নেই। চরম লগ্ন আগত।"
গণহত্যা চলছে। বিশ্ববিবেক ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে। *যুগান্তর* মন্তব্য করছে এ পরিপ্রেক্ষিতে- 'প্রতিকার চাই, প্রতিশোধ চাই।' পত্রিকার মতে, "স্বাধীন বাংলাদেশ আজ বাস্তব। ভারতের স্থানেই তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা একান্তভাবে কাম্য। বড় বড় রাষ্ট্রের মুখ চেয়ে বসে থেকে লাভ নেই। মুজিবরের চেয়ে ইয়াহিয়া ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকারের কাছের লোক।... পাক বাহিনীর গণহত্যা এবং ব্যাপক ধ্বংসলীলার পর স্থিতাবস্থা অসম্ভব। স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত লড়াই থামবে না।"...
মে মাস থেকে *যুগান্তর* বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নটিতে আবার গুরুত্বারোপ করেছে।...
মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল শরণার্থী। এই শরণার্থী নিয়ে কিছুদিন পরপরই শরণার্থী সমস্যা নিয়ে লেখা হয়েছে। জুন মাসে আহ্বান জানানো হয়েছে- "রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে দেন শরণার্থীদের।"...
বিজয়ের প্রাক্কালে *যুগান্তর* যথার্থই মন্তব্য করেছিল- "এখন প্রথম কাজ উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নেওয়া।" বিজয় দিবসের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য- "একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যারা প্রাণ দিলেন এবং আদর্শের জন্য রক্ত ঢাললেন, তাঁরা গোটা মানবজাতির সমস্যা। আজ ভারত এবং বাংলাদেশের সাড়ে বাহাত্তর কোটি মানুষের মর্মভেদী শোক এবং উল্লাসের দিন। পুরাতনকে ভুলে যাও বাংলাদেশের মা-

বোনেরা। তোমাদের প্রিয় দলের রক্তাক্ত মাটিতে হয়েছে স্বাধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলেছ তোমরা। ভারতের পঞ্চাশ কোটি নরনারী তোমাদের প্রগতির সহযাত্রী। পরাধীন জাতির মুক্তির সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতের জওয়ানরা পরস্পরের নিকটতম সাথী। তাদের শোণিত বাংলাদেশ ধন্য এবং পবিত্র। সব কলঙ্ক মুছে গেছে। ফুটে উঠেছে নব-জাতির নব-উন্মেষের অনাবিল শুভ্রতা। এই নবীন বাংলাদেশকে প্রণাম। শুভঙ্কর হোক তোমার যাত্রারম্ভ। 'জয় বাংলা জয় হিন্দ।' [১৭.১২.১৯৭১]

পঞ্চবিংশ খণ্ড: ***গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*** **(মুনতাসীর মামুন ও চৌধুরী শহীদ কাদের সম্পাদিত), ঢাকা : অনন্যা, ২০১৮**

এ খণ্ডেও কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর এর সম্পাদকীয়সমূহ সংকলিত হয়েছে। এর সূচিপত্রটি বিস্তারিত। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চতুর্বিংশ খণ্ড দ্রষ্টব্য। এখানে কয়েকটি শিরোনাম উল্লেখ করা হলো :

ভারত সোভিয়েত চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম (পৃ. ২৩-২৬)
উদ্বাস্তুদের মধ্যে এডওয়ার্ড কেনেডি (পৃ. ২৬-২৭)
শরণার্থী শিবিরে বিদেশী-ত্রাণকর্মী (পৃ. ৩৭-৩৮)
টিক্কা খানের বিদায় (পৃ. ৪১-৪৪)
ডাঃ মালিকের সংসার (পৃ. ৫৬-৫৭)
মস্কো সফরে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী (পৃ. ৬১-৬২)
রুশ-ভারত যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশ (পৃ. ৬৩-৬৪)
মার্কিন অস্ত্র পাকিস্তানে যাবে না (পৃ. ৯৭-৯৮)
খসে পড়েছে চীনের বিপ্লবী মুখোশ (পৃ. ১২১-১২৪)
রাহুমুক্ত বাংলাদেশ (পৃ. ১৪০-১৪১)

Volume-26: Mohammad Salim (Compiled and Edited), ***Media and the Liberation war of Bangladesh : Selection from the Hindustan Standard*****, Dhaka : Ananya, 2019.**

Contents of this Volume :

Chapter-1 : Mujibnagar Government
Chapter-2 : Refugee
Chapter-3 : War

Volume-27: ***Media and The Liberation war of Bangadesh*** **(Muntassir Mamoon & Mahbubar Rahman), Dhaka : Ananya, 2020**

এই খণ্ডে *The Times, The Observer, The Daily, Telegraph, The Guardian, New Statesman, The Economist* এবং *The Sunday Times*

পত্রিকাসমূহ থেকে সংবাদ, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি সংকলন করা হয়েছে। এই খণ্ডের সূচিপত্র নিম্নরূপ : Inside Bangladesh (pp. 1-116), Genocide (pp. 117-182), Mujibnagar Government (183-224), Muktibahini and Resistance (pp. 225-255), Refugees (pp. 257-296).

২(খ). **Elahi, Maudood (Compiled by), *Assignment Bangladesh' 71: A Chronology of Events as seen by the World Press,* Dhaka: Momin Publications, 1999.**

এ গ্রন্থটি বিশ্বের নামকরা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন, ফিচার, প্রবন্ধ প্রভৃতির সংকলন। সংকলিত দলিলপত্রের সময়কাল ১৯৬৮ থেকে ৩০.১.১৯৭২ পর্যন্ত। সংকলক কয়েকটি অধ্যায়ে তাঁর সংগ্রহীত দলিলপত্রগুলো সন্নিবেশিত করেছেন, যেমন:

1 Democracy and Deprivation (pp. 11-68)
2 March to Freedom (pp. 69-238)
3 Repression and Resistance (pp. 239-402)
4 Diplomacy and Destiny (pp. 403-526)
5 Valour and Victory (pp. 527-672)
6 Success and Scenario (pp. 673-720)
7 The Birth of a Nation (pp. 721-728)
8 Appendices :
(A) List of journals and Political Comentators
(B) List of Newspapers, Periodicals and other Media Sources
(C) List of Persons acting against the Cause of Bangladesh as identified in this volume.

গ্রন্থে অসংখ্য ছবি, মানচিত্র ও কার্টুন সন্নিবেশিত হয়েছে।

২(গ). **Husain, Dr. M.D. (Compiled), *International Press on Bangladesh Liberation War,* Dhaka: Ayman Shams Husain, 1989.**

এই গ্রন্থটি ১৯৭১ সালের বিদেশী সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের সংকলন। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ১৫৩টি প্রতিবেদন সন্নিবেশিত করেছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু শিরোনাম নিম্নে উল্লেখ করা হ'লো:

(March 27-28, 1971), *International Herald Tribune* : Yahya denounces Mujib as a Traitor : Sharp fighting reported in East Pakistan revolt':

(March 30, 1971), *International Hearld Tribune*: 'Dacca Civilians stunned by killings, witness says';
(April 3, 1971), The Daily Telegraph: 'Mass killings in terror Compaign by Pakistan Army';
(April 5, 1971), *The Daily Telegraph* : 'India cannot stand silent on Bengal, Says Mrs Gandhi';
(April 13, 1971), *The Times*: 'Witness to a Massacre in East Pakistan';
(April 13, 1971), *International Herald Tribune* : 'East Pakistan proclaims its Independence';
(April 24-25, 1971), *International Herald Tribune*: 'Bangladesh issues Appeal for recognition as a nation';
(July 4, 1971), *The Observer*: 'The Bengal Guerrillas step up Bombing';
(July 10, 1971), *The Economist*: 'The Mukti Fouj is still fighting';
(July 23, 1971), *The Daily Telegraph*: 'Guerrillas regain market town in East Pakistan';
(August 2, 1971), *Newsweek*: 'Bengal: The Murder of a people';
(August 2, 1971), *Time*: 'Pakistan: The Ravaging of Golden Bengal';
(August 17, 1971), *International Herald Tribune*: 'After visiting refugees in India Kennedy hits Pakistan 'Genocide';
(December 5, 1971), *Sunday Telegraph* : 'India's invasion to crush East Pakistan 36 Plane Down, Says Yahya Khan';
(December 6, 1971), *The Daily Telegraph* : 'Russia Stops U. N. call for cease-Fire';
(December 7, 1971), *The Times* : 'Bangladesh Recognized as Independent State by India';

২(ঘ) **Islam, Major Rofiqul (Psc, retd.), *Genocide in Bangladesh: Harrowing Accounts of some Eye-witness and the extracts from the Press*, Dhaka: Upoma Prokashani, 1991.**

এই গ্রন্থে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরতম নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, গ্রন্থকার সমসাময়িক বিদেশী পত্র-পত্রিকা থেকে সেসব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। উল্লেখযোগ্য শিরোনামগুলো হচ্ছে:

'attack on indigenous armed militia', 'terror on unarmed civilians' 'genocide', 'annihilation of Hindus', 'will the killing stop', '26-hour chronicle of the Dhaka Drama', 'massacre in Pakistan', 'the Slaughter in East Pakistan', 'mass murders in Bengal', 'Blood of Bangladesh', 'Death in East Pakistan', 'Genocide in East Pakistan', are the excellent testimonies to the genocide. This book also contains illustrations of genocide.

২(ঙ). মাহবুব কামাল (বঙ্গানুবাদ), *বিদেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৮৮।

এই গ্রন্থে ১৯৭১ সালে বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের বঙ্গানুবাদ সংকলন করা হয়েছে। নির্বাচিত সংবাদ প্রতিবেদনগুলো বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় বিখ্যাত সাংবাদিকবৃন্দের প্রণীত প্রতিবেদন।

২(চ). মোহাম্মদ শাহজাহান সিরাজী, *সংবাদপত্রে একাত্তরের স্বাধীনতা*, ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী, ২০০১।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বমিডিয়াতে প্রকাশিত সংবাদ, ফিচার, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ইত্যাদির বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থ। যেসকল পত্রিকা থেকে তথ্য সংকলন করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

(USA): *New York Times, Baltimore Sun, Washington Post*;
(UK): *Daily Telegraph, Guardian, News, Statesmen, Times, Economist, Sunday Times, Observer, Sunday Telegraph, Evening Standard, Financial Times, Daily Mirror, Sun, Worker Press, Daily Mail*;
(Canberra): *The Age*;
(Kathmandu): *Mother land, New Herald Tribune*;
(India): *Hindustan Times, Frontier, Compus, Hindustan Standard, New Age, Statesman, Durpan, Times of India, Patriot, The Hindu*;
(Jambia): *Sunday Times*;
(China): *South China Morning Post*;
(Australia): *Australian paper*;
(Malaysia): *States Times ,Nan hiang Miang, Utusun;*
(East Berlin): *New Doetsh Land*,
(Mujibnagar): *JoyBangla*, etc.

২(ছ). ফরিদ কবীর, *মুক্তিযুদ্ধের ঘাতক*, (বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের বঙ্গানুবাদ), ঢাকা: পল্লব প্রকাশনী, ১৯৮৮।

এই গ্রন্থটিতে ১৯৭১ সালে বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড, অত্যাচার ও নারী-নির্যাতনের বিভিন্ন প্রতিবেদনের বঙ্গানুবাদ সংকলতি হয়েছে। সংকলিত সংবাদ প্রতিবেদনগুলো হচ্ছে:

Simon Dring, Reporter, *Daily Telegraph*, (March 30, 1971), 'Tanks crush revolt in Pakistan: 7000 slaughtered, homes burned', Loren Jenkins, *Newsweek*, April 5, 1971; 'Pakistan Plunges into civil war'.

Anthony Mascarenhas, *Sundey times*, 13 June 1971 : 'Genocide' (Why the refugee fled; the truckloads of human targets; A pencil flick, a man disposed; This is Genocide; Fire and Murder their vengeance; A 'parade' and a knowing wink; Colonisation of East Bengal; Army committed to remain', The Universities 'sorted out').

Amir taheri, *kayhan* (International), 27 July 1971; 'The reluctant president', (Soldiers at heart; Free elections; compromise with Mujib; By-Elections in the East; Disqualified Deputies; Civilian government; High Treason; Under Pressure;).

Loren Jenkins, *Newsweek*, August 2, 1971: 'Bengal: The Murder of a people'.

Viratelle, *The Daily Le monde* (Paris), October 2, 1971: 'Pakistan: President yahya Khan is Trying to regain Bengalis' Confidence'.

Malcolm M. Browne, *New York Times*, October 11, 1971: 'Horrors of East Pakistan Turning hope into Dispair'.

Unknown, *News week*, 8 November, 1971: 'A war waiting to happen'.

Edward Clain, *Newsweek*, November 15, 1971: 'A talk with Indian Prime Minister Gandhi' (On war with Pakistan; On supporting the Bengalis; On the Bengali Refugees; On the Break up of Pakistan; On Soviet Aid to India; On Yahya Khan;)

The Sunday Times (December 19, 1971): 'Dacca Murders Exposed: Bangla Elite Dead in a Pitch'.

৩. সাক্ষাতকার (মৌখিক সাক্ষ্য)

মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও সহযোগী, মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ-নারী-

পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক প্রমুখের সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে যে ধরনের তথ্য পাওয়া যায়, তা কোন ডকুমেন্টস থেকে পাওয়া যাবে না। যেমন একজন মুক্তিযোদ্ধা কীভাবে বাড়ি থেকে বের হয়ে, সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত যেয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, কোথায় কতদিন, কী ধরনের ট্রেনিং হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথায় কোথায় অপারেশন করেছেন, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি তথ্য কেবলমাত্র সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব। এমনকি কারা মুক্তিযুদ্ধে বিরোধীতা করেছে, কারা বিভিন্ন হত্যা নির্যাতন ও লুটপাটে অংশ গ্রহণ করেছে - ইত্যাদি তথ্যও গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে যারা অবরুদ্ধভাবে অবস্থান করেছে, যারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পালিয়ে বেড়িয়েছেন, কিংবা সীমান্ত অতিক্রম করে শরণার্থী হিসেবে ভারতে গমন করেছেন– তাদের অভিজ্ঞতাও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ব্যক্তি উদ্যোগে অনেকে সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন। সেসব তথ্য তাঁদের নিজেদের কাজেই রয়ে গেছে, কিংবা তাঁদের রচিত গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আমি নিজেও 'একাত্তরের গাইবান্ধা' শীর্ষক গ্রন্থ রচনার সময় গাইবান্ধা জেলার ৪৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির (যেমন ১১নং সেক্টরের কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান, মাহবুব এলাহী রঞ্জু বীর প্রতিক, '৭১-এর এম.এন.এ. জনাব লুৎফর রহমান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতা, সাংবাদিক, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা প্রমুখ) সাক্ষাতকার ১৭টি ক্যাসেটে রেকর্ড করেছি। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষাতকার গ্রহণ ও তার পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেছে 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্ট' নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষণা বিভাগ। ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্ট' পরিচালিত 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র' বাংলাদেশের ১৩টি অঞ্চলে তৃণমুল মানুষের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণের প্রকল্প চালু করে। সাক্ষাৎকারে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যায়, পাকিস্তানী বাহিনীর হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট ইত্যাদি বিষয়েও অনেকে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দেন। 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র' বাংলাদেশে ১৩টি অঞ্চল থেকে ১৯৯৭-২০০৩ সময়কালে ২৫০০ ব্যক্তির ১১০০ ঘন্টা দীর্ঘ সাক্ষাতকার গ্রহণ করে। তার মধ্যে ৯২০ জন ব্যক্তির সাক্ষাতকার ১৯টি খণ্ডে (প্রতি খণ্ড প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠা দীর্ঘ) সংকলিত করা হয়। আগ্রহী গবেষকের জন্য খণ্ডগুলির পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র প্রণীত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ : কথ্য ইতিহাস বিষয়ক সংকলন খণ্ড পরিচিতি

ক্রমিক সংখ্যা	সংকলন খণ্ডের নাম	সংকলন খণ্ডের আকার	সাক্ষাৎকারদাতার সংখ্যা	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	কসবা, প্রথম খণ্ড	এ-৪	৫০	২৩৫
২.	কসবা, দ্বিতীয় খণ্ড	এ-৪	৩৯	২৩৫
৩.	কসবা, তৃতীয় খণ্ড	এ-৪	৩০	২৪৩
৪.	কসবা, চতুর্থ খণ্ড	এ-৪	৩৫	২৪৩
৫.	কসবা, পঞ্চম খণ্ড	এ-৪	৩২	২৪৪
৬.	কসবা, ষষ্ঠ খণ্ড	এ-৪	৮১	৩৭২
৭.	বরিশাল, প্রথম খণ্ড	এ-৪	৫১	২৩৫
৮.	বরিশাল, দ্বিতীয় খণ্ড	এ-৪	৪৬	২৬৭
৯.	বরিশাল, তৃতীয় খণ্ড	এ-৪	৭৯	২৭৪
১০.	বরিশাল, চতুর্থ খণ্ড	এ-৪	৪৯	২৪১
১১.	দিনাজপুর, প্রথম খণ্ড	এ-৪	৭৪	২৫১
১২.	দিনাজপুর, দ্বিতীয় খণ্ড	এ-৪	৬২	২৪৬
১৩.	দিনাজপুর, তৃতীয় খণ্ড	এ-৪	৪০	২৬৮
১৪.	খুলনা, প্রথম খণ্ড	এ-৪	৩৪	২৪০
১৫.	খুলনা, দ্বিতীয় খণ্ড	এ-৪	৩৮	২৪২
১৬.	চুয়াডাঙ্গা, প্রথম খণ্ড	এ-৪	১৮	২৪৩
১৭.	চুয়াডাঙ্গা, দ্বিতীয় খণ্ড	এ-৪	৪০	২৪৮
১৮.	রাজশাহী, প্রথম খণ্ড	এ-৪	৭০	২৪১
১৯.	রাজশাহী, দ্বিতীয় খণ্ড	এ-৪	৫২	২৪৮
			৯২০	৪৮১৬

[উৎস: সংকলিত রাজশাহী জেলার ২য় খণ্ডের ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য]। এর মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. বিস্তারিত দেখুন, মো. মাহবুবর রহমান, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান', স্বরোচিষ সরকার (সম্পা.), *জাগরণ ও অভ্যুদয়*, রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০১৫, পৃ. ২৪৩-২৬৪; মো. মাহবুবর রহমান, 'মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের সংকলিত গ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদান', *বাংলাদেশ চর্চা*, ২০১৩, পৃ. ১১-৮১।

২. Sheelendra K. Singh and others (ed.), *Bangladesh Documents* (Vol.1 & 2), New Delhi : Ministry of External Affairs, Government of India, 1999.

৩. যেমন জগলুল আলম, *মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের দলিল*, ঢাকা : অবসর, ২০১৪।

[চলবে]